নিসর্গ

বাংলাদেশের রক্ষিত বন এলাকা
ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

Longest Beach Challenge
March 23 – 26, 2007

যেসকল সাহসী শিক্ষার্থীরা হেঁটে টেকনাফ গেম রিজার্ভ হতে কক্সবাজারে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেছেন তাদের সবাইকে বন অধিদপ্তরের নিসর্গ কর্মসূচি জানাচ্ছে আন্তরিক অভিনন্দন।

টেকনাফ গেম রিজার্ভ বাংলাদেশের এক মাত্র গেম রিজার্ভ, কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। টেকনাফ গেম রিজার্ভ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য। বনে ঘেরা বিস্তৃত পাহাড়, একদিকে নাফ নদী আর তার সাথে বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি - এমন সমন্বয় প্রকৃতিতে বিরল।

হাতির জন্য টেকনাফ গেম রিজার্ভ একসময় নিরাপদ আশ্রয় ছিল এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ হাতি টেকনাফ গেম রিজার্ভে বাস করতো।

এই ওয়াকাথনে আপনি টেকনাফ গেম রিজার্ভের সৈকত উপকূল দিয়ে হাটবেন। টেকনাফ গেম রিজার্ভের আয়তন ১১,৬১৫ হেক্টর। হাইকিং এর জন্য টেকনাফ গেম রিজার্ভের বিভিন স্থানে নিসর্গ ৬টি প্রাকৃতিক ট্রেইল চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতি ভ্রমণের জন্য দর্শনার্থী তথ্যকেন্দ্র, তথ্য পুস্তিকা, সাইনবোর্ড ইত্যাদি রয়েছে। নিসর্গ স্থানীয় তরুনদের ইকোট্যুর গাইড হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা এখন গাইড হিসাবে কাজ করছে। নিসর্গ কর্মসূচি আপনাদের পুরো টেকনাফ গেম রিজার্ভ ঘুরে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

নিসর্গ কর্মসূচির টেকনাফ গেম রিজার্ভ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে যখন স্থানীয় জনগণ এর থেকে লাভবান হবেন। ভ্রমনকালে স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার মাধ্যমে আপনি টেকনাফ গেম রিজার্ভ সংরক্ষণে হতে পারেন সক্রিয় অংশীদার। নিসর্গ ইকো-গাইডদের নিয়োগ, গেম রিজার্ভ হতে খাদ্যাদি, অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করুন। টিকেট ও গেম রিজার্ভ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল স্থানীয় জনগণের উন্নয়নে ব্যয় করবে।

আপনি বাংলাদেশের ১৯ টি রক্ষিত বন এলাকার কয়টি ঘুরে দেখেছেন?

রক্ষিত বন এলাকায় আপনার ভ্রমণ বাংলাদেশের প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করবে।

রক্ষিত বন এলাকা আমাদের সম্পদ - আমাদের গর্ব। আমরা রক্ষিত এলাকাসমূহ ঘুরে দেখবো, এর সম্পর্কে জানবো ও জানাবো।

নিসর্গ কর্মসূচি

বাংলাদেশের অনিন্দ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯টি বনকে 'রক্ষিত এলাকা' ঘোষণা করেছেন - যার প্রত্যেকটি জীববৈচিত্র্যের ব্যাপকতায় ও রূপময়তায় অনন্য। বন অধিদপ্তর রক্ষিত বন এলাকা (Protected Area) যথা জাতীয় উদ্যান (National Park), বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary) ও গেম রিজার্ভ (Game Reserve) সংরক্ষণের জন্য নতুন ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার নাম নিসর্গ।

নিসর্গ কর্মসূচি, সহব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও কমিটি গঠনের মাধ্যমে রক্ষিত বন এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে। এখন নিসর্গ ৫টি রক্ষিত বন এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যা পরবর্তীতে অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় প্রবর্তণ করা হবে। নিসর্গ কর্মসূচি স্থানীয় দরিদ্র ও বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয় সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। নিসর্গ কর্মসূচি তখনই সফল হবে যখন সকল স্তরের জনগণ আমাদের অনিন্দ্য সুন্দর বনের কথা জানবে ও এর সংরক্ষণে এগিয়ে আসবে।

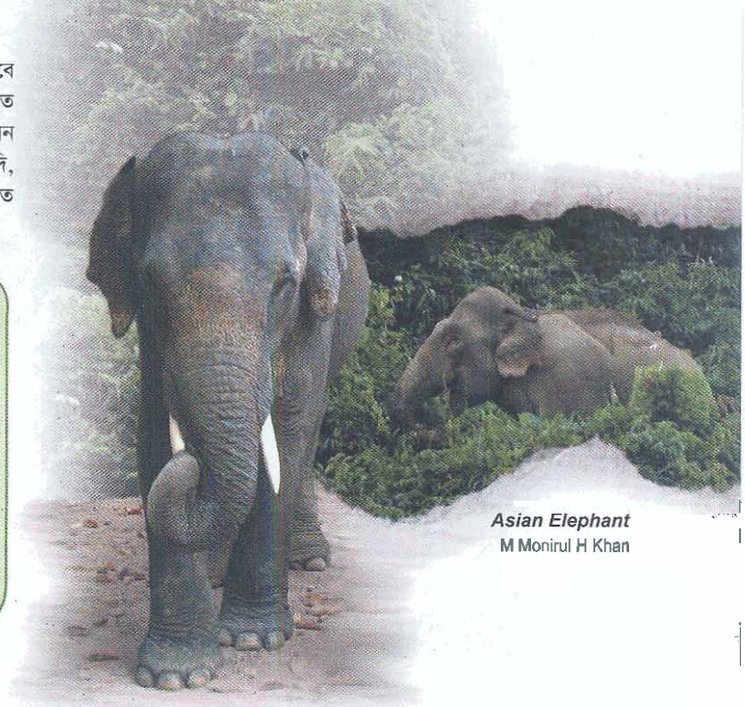

Asian Elephant
M Monirul H Khan

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প
বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প
অর্থায়নেঃ ইউ এস এ আই ডি

USAID

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প, বাসা ৬৮, রোড ১, ব্লক আই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ই-মেল: ctfr@irgbd.com, ওয়েব সাইট: www.nishorgo.org

নিসর্গ

বাংলাদেশের রক্ষিত বন এলাকা
ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

বন অধিদপ্তর

- নিসর্গ কর্মসূচি টেকনাফ গেম রিজার্ভ পরিভ্রমণের জন্য এর বিভিন্ন আর্কষনীয় স্থানে পায়ে হাঁটার ট্রেইল চিহ্নিত করেছে।

কুদুং গুহা (Kudung Cave) ট্রেইলঃ
চাকমা ভাষায় কুদুং অর্থ হচ্ছে লম্বা গুহা। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এই গুহাটি বিভিন্ন প্রজাতির বাদুরের বাসস্থান। হোয়াইখিয়ং হতে ৪.৫ কিঃমিঃ পশ্চিমে শাপলাপুর যাবার পথে হরিখোলা নামক স্থানে কুদুং গুহা ট্রেইল অবস্থিত। রোমাঞ্চকর এই পথটির কিছু অংশ ভিজা যেখান দিয়ে নালা বয়ে গেছে। অনেক সময় এই ট্রেইলে হাতি, গেছো বাঘ এবং হরিণের পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। কুদুং গুহাকে নিয়ে স্থানীয়ভাবে নানা লোককথা প্রচলিত আছে।

তৈংগা পাহাড় (Toynga Hill) ট্রেইলঃ
প্রায় ৪০০ ফুট উচ্চতায় তৈংগা টেকনাফের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। এই ট্রেইলের অন্যতম আকর্ষণ পাহাড়ী ঝরণা, ও কুটি (খাড়া পাহাড় / Cliff)। তৈঙ্গা পাহাড়ের চুড়া থেকে পশ্চিমে তাকালে দেখা যাবে নীল আকাশ ছুয়ে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি, সাগরের পাশে দেখা যাচ্ছে শিলখালির বন, পূর্বে মায়ানমারের পাহাড় ও নাফ নদী।

শিলখালি গর্জন বন (Shilkhali Garjan Forest)ঃ
সমুদ্রের কোল ঘেঁষে শিলখালিতে রয়েছে প্রাচীন ও বিশাল গর্জন বন। টেকনাফ গেম রিজার্ভে এখনও টিকে থাকা প্রাকৃতিক বনের মধ্যে এটি অন্যতম। এই বনটি দক্ষিণ শিলখালির জাহাজপুরা বাজারের সংলগ্ন।

হাইকিং এর সময় কি কি করণীয়

- আরামদায়ক কাপড় ও জুতা পরে আসবেন।
- রোদ হতে বাঁচার জন্য রোদ চশমা, টুপি ও সানস্ক্রিন লোশন ব্যবহার করুন।
- ইনসেক্ট রিপেল্যান্ট ব্যবহার করুন।
- ক্যামেরা ও বাইনোকুলার সাথে রাখুন।
- পর্যাপ্ত খাবার পানি সাথে রাখুন।
- বনে প্রবেশের সময় ইকো-ট্যুর গাইড নিয়োগ করুন।
- যত্রতত্র ময়লা ফেলবেন না, সাথে করে খালি প্যাকেট, বোতল ইত্যাদি ময়লা ফেরত নিয়ে আসুন।
- বনের পশু পাখিকে বিরক্ত করা বা খাবার দেয়া থেকে বিরত থাকুন।
- নীরবে ভ্রমন করুন, জোরে আওয়াজ করা যাবে না যাতে বনের পশু পাখি ভয় পায়।
- বনের পশু পাখিকে ঢিল ছুড়বেন না।
- আদিবাসী গ্রামে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিয়ে নিন।
- স্থানীয় বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে সম্মান করুন।
- সাথে করে স্মৃতি নিয়ে যান, বনের কোন পাতা বা লতা নয়।

টেকনাফ নেচার পার্ক (Teknaf Nature Park)ঃ
পাহাড়ী পথে ট্রেকিং-এর জন্য টেকনাফ নেচার পার্ক আদর্শ। টেকনাফ শহর হতে ৯ কিঃমিঃ উত্তরে, মোচনী বিটে, দমদমিয়া নামক স্থানে টেকনাফ নেচার পার্ক অবস্থিত। এখানে আছে তিনটি পায়ে হাঁটা পথ এবং প্রতিটি পথ হতেই পাহাড়ের চূড়ায় বিশ্রাম স্থানে পৌছানো যায়। পাহাড়ের চূড়া হতে বন ও সাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করুন।

www.nishorgo.org